সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও আমাদের অঙ্গীকার

বহু দেনদরবার ও কূটনৈতিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে আমরা ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রস্তাবটি অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলাম। ফলে আমাদের অমর একুশে আজ সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে। পৃথিবীর সব দেশের জনগণ আজ তাদের স্ব স্ব মাতৃভাষা রক্ষণ ও বর্ধনের জন্য অঙ্গীকার করছেন। ঠিক যেভাবে আমাদের ভাষাসৈনিকরা বুকের রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সারা জাতির জন্য আজ এক গৌরবময় দিন।

প্রস্তাবের প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশ পৃথিবীর সব মাতৃভাষা রক্ষণের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালনেরও অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু আমাদের জাতির এক দুর্ভাগ্য যে, এত বড় জাতীয় অর্জন আমাদের রাজনৈতিক কোন্দলে পড়ে গেল। আমরা অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হলাম। মাতৃভাষা গবেষণা ও সংরক্ষণ কেন্দ্রটি মাত্র চার বছর আগে উদ্বোধন করা হয়েছে। তবে তা পূর্ণোদ্যমে কাজ করতে আরও অনেক সময় লাগবে।

পৃথিবীর ৬ হাজার মাতৃভাষা দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে ও ভাষা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এ ব্যাপারে জরুরি পদক্ষেপ না নিলে আগামী শতাব্দীতেই প্রায় ৯০ ভাগ ভাষা হারিয়ে যাবে। বর্তমানে সব উন্নত দেশ তাদের বিভিন্ন মাতৃভাষা সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশ তাদের আদি ভাষা রক্ষার্থে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অভিবাসীদের মাতৃভাষা রক্ষার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ লক্ষ্যে দেশগুলো বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

আমাদের দেশের প্রায় সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলে। আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি এ ভাষাতেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাংলা ছাড়াও আমাদের অন্তত আরও ৩০টি মাতৃভাষা আছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর প্রায় ২০ লাখ মানুষ এসব ভাষায় কথা বলে। অন্যান্য দেশের মতো আমাদের উপভাষাগুলোও দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশের এই মাতৃভাষাগুলো সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা নেয়া আশু প্রয়োজন। আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে এসব ভাষা সীমিত আকারে হলেও প্রচলন করা যেতে পারে। আমাদের বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর সংস্কৃতির আরও প্রচার প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশ তাদের বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন উপজাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচার করে। আমাদেরও এ ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

বিভিন্ন জেলায় আমাদের বৈচিত্র্যময় উপভাষা ও ডায়ালেক্ট আছে। কিন্তু তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তারা হারিয়ে যাচ্ছে। আঞ্চলিক গান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচলন অনেকটা কমে গেছে। কয়েক বছর আগেও আমরা চট্টগ্রাম, সিলেট, উত্তরবঙ্গ, ময়মনসিংহ ও অন্যান্য অঞ্চলের গান শুনতাম। এখন সেসব পুরনো শিল্পী বেঁচে নেই। তাদের সঙ্গে গানগুলোও হারিয়ে যাচ্ছে। আজকাল টেলিভিশন ও বেতারে আঞ্চলিক গানের অনুষ্ঠান অত্যন্ত কম প্রচার হচ্ছে। ক্যাসেট ও সিডির বাজারে আঞ্চলিক গান প্রায় বিলুপ্ত। তাদের জায়গায় বিদেশী ভাষার গান ও সংস্কৃতিচর্চা বেশ জোরেশোরে চলছে। কয়েক বছর আগেও আমাদের দেশের মানুষ লোকগীতি ও আঞ্চলিক গান শুনত। এখন হিন্দি গানের দাপটে এসব গান কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

আমাদের কিছু ডেলার উপভাষার লিখিত হরফও ছিল। যেমন 'সিলেট নাগরী' বলে একটা ভাষা সিলেট অঞ্চলে ছিল। কিন্তু কালের পরিক্রমায় আজ সেই ভাষা বিলুপ্ত। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের মাতৃভাষা বাংলার আন্তর্জাতিকরণ ও সমৃদ্ধিকরণে

আমরা এখনও সফল হইনি। আজকের যুগে কম্পিউটারের ভূমিকা বিরাট। কিন্তু সেখানে বাংলার প্রভাব নেই বললেই চলে। পৃথিবীর বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রস্তুতকারকরা ২৫০টি ভাষাকে তাদের প্রোগ্রামের আওতায় এনেছেন। কিন্তু ২৫ কোটি লোকের ভাষা বাংলা তার মধ্যে নেই। কম্পিউটার ইউনিকোডে বাংলা ভাষা আমাদের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে জায়গা পায়নি।

আজকের বিশ্বায়নের যুগে ভাষাকে বাঁচাতে হলে তাকে শক্তিশালী ও উন্নত করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ভাষার বই ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ, শব্দ আহরণ ও পরিমার্জনের ফলে এ ভাষা গত শতাব্দীতে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে শীর্ষে উঠে আসে। ফরাসি ভাষা রক্ষণশীল নীতি অবলম্বন করায় ইংরেজির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে পারেনি। তবুও আজ ইউরোপের যে কোনো দেশে গেলে দেখা যায়, বিভিন্ন ভাষার বই অনুবাদ করা হচ্ছে। এমনকি আরবি, ফার্সি, জাপানি, চীনা ও হিন্দি ভাষার অনুবাদও দেখেছি। আমাদের দেশেও অধুনা কিছু বিদেশী বইয়ের বাংলা অনুবাদ দেখি। কিন্তু তাদের গুণগত মান খুব উন্নত নয়।

আমাদের একটি ব্যাপারে খুব স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। আজকের বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের বাংলার সঙ্গে ইংরেজি একইভাবে শিখতে হবে। ইংরেজির সঙ্গে টিকতে হলে বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। আমাদের উপমহাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর একটি বাড়তি সুবিধা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে সবচেয়ে বেশি ইংরেজির চর্চা এ অঞ্চলেই হতো। ব্রিটিশরা তাদের রাজত্বকালে আমাদের ইংরেজি ভাষা শিখিয়েছিল। বহু ভাষাভাষীর দেশ ভারত তাদের ইংরেজি চর্চা সমান তালে রাখার ফলে তারা বিশ্বের জ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যথেষ্ট বাড়তি সুযোগ পায়। একই সুযোগ শ্রীলংকাও নিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ইংরেজিতে পিছিয়ে পড়েছে।

যিনি ভালো ইংরেজি জানেন, তিনি ভালো বাংলাও জানবেন। এক ভাষার প্রভাব অন্য ভাষা শিখতে সাহায্য করে। ১৯৪৭ সালের আগে আমাদের অঞ্চলের লোকেরা ইংরেজি ও বাংলা ভাষা সমানভাবেই শিখত। ইউরোপের অনেক দেশে এখন তিনটি ভাষা শেখানো হয়। কাজেই অমর একুশেতে আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে, আমরা মাতৃভাষা বাংলার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকরণ করব এবং একই সঙ্গে ইংরেজি ভাষাও শিখব।

আমাদের বেতার ও টেলিভিশনে মূলত বাংলা ভাষায় সংবাদ প্রচার করা হয়। আমাদের প্রধান সংবাদপত্রগুলো বাংলায়। কিন্তু আমাদের সাংবাদিকরা যদি ভালো ইংরেজি না জানেন, তাহলে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলোর সংবাদ কীভাবে আমাদের কাছে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে আনবেন? একইভাবে আমাদের ব্যবসায়ী, আমলা ও শিক্ষকদের বিশ্ব অঙ্গনে সফল হতে হলে ইংরেজি শিখতে হবে। বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজির বিকল্প নেই। কাজেই কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষায় বলতে হয়— 'বাংলা শিখব প্রাণের টানে, আর ইংরেজি শিখব বাঁচার তাগিদে।'

আজকের দিনে আমাদের ব্রত হওয়া উচিত বাংলা ভাষার রক্ষণ ও সমৃদ্ধিকরণের জন্য আমরা সব কিছুই করব এবং বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকব।

সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী : সাবেক পররাষ্ট্র সচিব। তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার প্রস্তাব বাংলাদেশের পক্ষে উত্থাপন করেন এবং ইউনেস্কোর অনুমোদন প্রক্রিয়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন

প্রথম আলো
তারিখ 21 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...